

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

20068 - সমকামতি থেকে মুক্তির উপায়

প্রশ্ন

আমি মুসলমি। আমার বয়স ষোল। আমি নিয়মিত নামাজ পড়ি ও রোজা রাখি। ব্যক্তিগত জীবনে আমি দ্বীনদার। তবে সমস্যা হল আমি সমকামী। শুবুতে আমি আমার পতিকে নিয়ে ভাবতাম। আমার মনে হয় জনৈতিক কারণে আমি সমকামী হয়েছি। আমি খারাপ চিত্র দেখি। তবে আমি এ থেকে নিষ্কৃতি পতে চাই। আমি জীবনে কখনো যৌনকর্মে লিপ্ত হই নি। আমি সত্যি সত্যি আল্লাহকে ভয় করি। আমি তাঁকে সবসময়ই ডাকি যাতা তনি আমাকে সাহায্য করেন।

আপনার কাছে আমার আকুল আবদেন আপনি আমাকে বাস্তব কিছু পরামর্শ দবেনে যাতা আমি এই দুর্ঘযোগ থেকে রহেই পতে পারি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

দুয়া করি আল্লাহ তোমাকে এই মারাত্মক ব্যাধি থেকে অতি দ্রুত আরোগ্য দান করুন। তোমার হৃদয়কে সকল পঙ্কলিতা থেকে পবিত্র করে দনি। নিশ্চয় আল্লাহ এ-বিষয়ে ক্বমতাবান।

এ ধরনের মহাপাপে জড়িত হওয়ার শাস্তি যে শুধু পরকালেই হবে তা নয়, বরং দুনিয়ার জীবনেও এ শাস্তির অংশ বিশেষে ভোগ করতে হয়। সার্বক্ষণিক আফসোস ও যন্ত্রণা হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে রাখা এটাই তো শাস্তি হিসেবে যথেষ্ট। এর সাথে যদি মারাত্মক রোগ-ব্যাধির বিষয়টি যুক্ত হয়; যগুলোর ব্যাপারে চিকিৎসা বজ্জিগনীরা একমত যে সমকামীদের এসব রোগ হয়ে থাকে, তাহলে তো আর কথাই নহে। প্রশ্ন নং 10050 থেকে এ ব্যাপারে আরো দকিনরিদশেনা নবে বলে আশা রাখি।

তোমার রোগেরে চিকিৎসা নমিনবরণতিভাবে হতে পারে:

এক:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তমোককে হৃদয় থেকে সত্যকার অর্থে তওবা করতে হবে। আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। অতীতে যা করেছে তার জন্য লজ্জতি হতে হবে। বেশে-বেশে দুয়া করতে হবে এবং কায়মনবোক্‌যে আকুতি করতে হবে আল্লাহ যনে তমোককে ক্ষমা করে দেন। তিনি যনে তমোককে এই বিষয় থেকে নষিক্তি পতে সাহায্য করেন। নশ্চয় আল্লাহ আরাধ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মহেরেবান এবং দুয়া কবুলে অধিক নকিটবর্তী। আল্লাহ তাআলা বলেন, "বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নজিদরে উপর বাড়াবাড়ি করেছে, তমেরা আল্লাহর রহমত থেকে নরিশ হয়ো না। নশ্চয় আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করে দেন। নশ্চয় তিনি অত্বনত ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।"[সূরা আল-যুমার, আয়াত: ৫৩]

তাই তুমি আল্লাহর সামনে পড়ে যাও। কাঁদো, নজিদরে মনকে বগিলতি করে অশ্রু ঝরাও, তমের প্রয়োজন ও দীনতা প্রকাশ করো। গুনাহ মাফ চাও। আল্লাহর প্রতি ক্ষমাপ্রাপ্তি ও বপিদমুক্তরি ব্যাপারে আশাবাদী হও।

দুই:

নজিদরে হৃদয়ে ঈমানরে বীজকে যত্ন করো। যখন এ-বীজ অঙ্কুরতি হয়ে বড়ে ওঠে, তখন তা দুনিয়া-আখরোত উভয় জাহানরে কামিয়াবিনিয়ে আসে। আল্লাহর প্রতি ঈমানই (আল্লাহর তাওফকিরে পর) বান্দাকে হারাম কাজ থেকে বাঁচায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবি বলেননি, "ব্যভচারী যখন ব্যভচার করে তখন সে মুমনি অবস্থায় থাকে না।"[সহিহ বুখারি (২৪৭৫) ও সহিহ মুসলিম (৫৭)]

তাই ঈমান যখন তমের হৃদয়কে কর্ষতি করবে, তমের অন্তরাত্মা ও অনুভূতি ঈমান দিয়ে ভরে যাবে, তখন আর তুমি হারাম কাজ করতে সাহস পাবে না। আর মুমনি যদি একবার হেঁচট খায় সাথে সাথেই সে চতৈন্যে ফিরে আসে। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "নশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, যখন শয়তানরে পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা তাদেরকে স্পর্শ করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তখনই তাদের দৃষ্টি খুলে যায়।"[সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ২০১]

তনি:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবসমাজকে যে উপদেশে দিয়েছেন তা পালন করার চেষ্টা করো। সটো হলো ববিহরে উপদেশে; যদি তুমি এ ব্যাপারে সক্ষম হও। তমের বয়স কম বলে অজুহাত দাঁড় করিও না। কেননা অল্প বয়স ববিহরে পথে প্রতবিন্দক নয়; কখনো না। যহেতু তমের বয়সে করা জরুরি, তাই তমের বলেয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে নমিনোক্ত হাদিসটি বর্তাবে। তিনি বলছেন: "হে যুবসম্প্রদায়! তমেরা মধ্যে যে বয়সে করার

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ক্షমতাসম্পন্ন সযে যনে বয়িে করে ফলেে। কনেনা দৃষ্টিকিে অধকি অবদমনকারী, যটৌনাঙ্গকক অধকি হফোজতকারী। আর যযে তা পারবযে না, সযে যনে রযোজা রাখযে, এটা তার জন্য যটৌন-উততযেনা দমনকারী।"[সহহি বুখারি (৫০৬৫) ও সহহি মুসলমি (১৪০০)]
তুমনিবীর এই উপদশেকক আঁকড়যে ধরযে। এতযে আল্লাহ চাহযে তযে মুক্তরি উপায় পারযে।

তযেমার মাতা-পতিকক এ ব্যাপারযে খেলোখুলি বলযে ববিহরযে আগ্ৰহ ব্যক্ত করতযেও কনেনযে সমস্যযা নহে। লজ্জা যনে তযেমাকযে মাতা-পতির কাছযে খেলোমলযে বলা থকযে বরিত না রাখযে সযে ব্যাপারযে সতর্ক হও।

ববিহরযে ব্যাপারযে সরিয়াসলি চন্তিত করযে। দারদির্যকক ভয় পযেযে না; আল্লাহ তযেমাকক নজি করুণায় অভাবমুক্ত করে দবেনযে। ইরশাদ হযছেযে, “আর তযেমারা তযেমাদরযে মধ্যকার অববিহতি নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদরযে ববিহ দাও। তারযা অভাবী হলে আল্লাহ নজি অনুগ্রহযে তাদরেকক অভাবমুক্ত করে দবেনযে। আল্লাহ প্রাচুর্যবান ও মহাজ্জ্ঞানী।”[সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানয়িছনযে যযে, সৎ উদদশেযে যযে ব্যক্তি বয়িে করল আল্লাহ তাকক সাহায্য করবনযে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থকযে বরুণতি তনি বলনযে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছনযে, “তনি ব্যক্তিকক আল্লাহ তাআলা অবশ্যই সাহায্য করনযে, আল্লাহর পথযে জহিাদকারী, মূল্য পরশিযে করার সদচিছা আছে এমন মুকাতবযে দাস, ইজ্জতরযে পবতিরতা রক্ষার ইচ্ছায় ববিহকারী ব্যক্তি।”[সুনানে তরিমিযি (১৬৫৫), সুনানে নাসায়ি (৩১২০) সুনানে ইবনযে মাজাহ (২৫১৮), আলবানি ‘সহহিত তারগবি ওয়াত তারহবি’ গ্রন্থযে (১৯১৭) হাদসিটকি হাসান বলছনযে।

চার:

যদি ববিহ করা সম্ভবপর না হয় তাহলে আরকেকটি সমাধান হল রযোজা রাখা। তাহলে তুমি মাসযে তনিদনি রযোজা রাখার চন্তিত করছ না কনযে? অথবা প্রতস্প্তাহরযে সযেম ও বৃহস্পতিবিরযে?

রযোজায় তযে অনকযে সওয়াব রয়ছযে। হাদসিযে কুদসতিযে এসছযে: “আদম সন্তানরযে প্রতটি আমল তার নজিরযে; তবযে রযোজা ব্যতীত। নশিচয় রযোজা আমার জন্য এবং আমহি এর প্রতদিন দবি।”[সহহি বুখারি (১৯০৪) ও সহহি মুসলমি (১১৫১)]

তাকওয়া সৃষ্টির উদদশেযে আল্লাহ তাআলা রযোজার বধিান দয়িছনযে মরমযে পবতির কুরআনযে স্পষ্টি বক্তব্য এসছযে। ইরশাদ হযছেযে, “হযে মুমনিগণ, তযেমাদরযে উপর রযোজা ফরজ করা হযছেযে যযেম ফরজ করা হযছেযে তযেমাদরযে পূর্ববর্তীদরযে উপর। আশা করা যায় তযেমারা তাকওয়া অবলম্বনকারী হবযে।”[সূরা আল বাকারা, আয়াত:১৮৩]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

রোজার মধ্যে যমেনা রয়েছে যতীনতার টানে ছুটে যাওয়া থেকে সুরক্ষা, রয়েছে আল্লাহর কাছে মহা প্রতদিন প্রাপ্তি; তমেনা রয়েছে মানুষের ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় করা, ধৈর্য, সহনশীলতা, কুপ্তবৃত্তি ও ভোগেরে লপ্সার উপর আধিপত্য প্রতর্ষিঠা করার প্রশক্ষিণ। ভাইটি আমার, তাই অবলিম্বে রোজা রাখার সদিধান্ত নাও। আশা করা যায় আল্লাহ তমোর জন্য সহজ করে দবিনে।

পাঁচ:

হারাম জনিসি থেকে দৃষ্টিকি সংযত করতে কখনও অবহলো করবে না। যমেন- অশ্লীল ম্যাগাজনি, নগ্ন ছবি ইত্যাদি; যা অবধৈ যতৌনাচার ও মহাপাপে জড়িয়ে পড়তে মানুষকে প্ররোচতি করে এবং মনরে মধ্যে খারাপ প্রভাব গভীরভাবে জহিয়ে রাখে। এসব থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাই। আল্লাহ তাআলা বলে: “মুমনি পুরুষদেরে বলে দনি, তারা তাদেরে দৃষ্টিকি সংযত রাখবে এবং তাদেরে লজ্জাস্থানরে হফিযত করবে। এটাই তাদেরে জন্য অধিক পবতির। নশ্চিয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহতি।”[সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩০]

জনে রাখ, তুমি যদি হারাম দৃষ্টি থেকে বরিত থাকার ক্ষতেরে অবহলো কর, তাহলে তুমি শয়তানকে সুযোগ করে দলি়ে যাত। সে এর পরবর্তী পদক্ষেপকে তমোর সামনে সুশোভতি করে পশে করতে পারে। যহেতে তুমি একবারেরে জন্য হলেও শয়তানেরে ইচ্ছার সামনে নতজানু হযছে তাই পররেটার ব্যাপারে সে খুব তৎপর থাকে।

ছয়:

যখন গুনাহ করার মনস্কামনা সৃষ্টি হবে কথিবা এই পাপে লপ্তি হওয়ার জন্য শয়তানেরে ওয়াসওয়াসা অনুভূত হবে, তখন স্মরণ করবে যে তমোর এইসব অঙ্গপ্রত্য়ঙ্গ কাল কয়িমতরে মাঠে তমোর বরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। তুমি কি জান না যে অঙ্গপ্রত্য়ঙ্গ, এই যতৌন ও উদ্যম তমোর প্রতী আল্লাহ তাআলার নয়মত? এই নয়মতকে আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষতেরে ব্যবহার করা কথিবা আল্লাহর নরিদশে অমান্য করার ক্ষতেরে নয়মোজতি করা কিআদটে তাঁর নয়মতরে শুরয়িয়া?

আরকেটি বিষয়ে তমোর সতর্ক হওয়া উচতি। আস আমার সাথে আল্লাহ তাআলার বাণীটি পড়: “অবশেষে তারা যখন জাহান্নামরে কাছে পৌঁছবে, তখন তাদেরে কান, তাদেরে চোখ ও তাদেরে চামড়া তাদেরে বরুদ্ধে তাদেরে কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষী দবে, আর তারা তাদেরে চামড়াগুলকে বলেবে, কনে তমেরা আমাদেরে বরুদ্ধে সাক্ষ্য দলি়ে? তারা বলেবে, আল্লাহ আমাদেরে বাক্ষক্তি দয়িছেন যনি সবকছুকে বাক্ষক্তি দয়িছেন। তনি তমোদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করছেন এবং তাঁরই প্রতী তমেরা প্রত্য়াবর্ততি হবে।”[সূরা ফুসসলি়াত, আয়াত: ২০-২১]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

হাদিসে এসছে- আনাস (রাঃ) বলেন: একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হসে উঠলনে। এরপর বললনে: “তমেরা কজান, কনিয়ে হাসছ? আমরা বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জাননে। বান্দা তার রবকে সম্বোধন করে যা বলবে তা নয়িহে হাসছ। বলবে: হে আমার রব! আপনকি জুলুম থেকে আমাকে আশ্রয় দেননি? তনি বলবনে: হ্যাঁ। অতঃপর বান্দা বলবে, তাহলে আমি নিজরে উপর নিজকে সাক্ষী মানা ব্যতীত অন্য কারও সাক্ষীকে বধৈতা দবে না। আল্লাহ বলবনে: আজ তুমি নিজিহে তমোর উপর সাক্ষী হসিবে যথেষ্ট, আর রকের্ডসংরক্ষণকারী ফরেশেতারাও সাক্ষী হসিবে যথেষ্ট। অতঃপর তার মুখ বন্ধ করে দয়ো হবে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বলা হবে: কথা বলো। তখন তারা তার আমল সম্পর্কে বলবে। অতঃপর তাকে কথা বলার সুযোগে দয়ো হবে। তখন সে বলবে, “তমেরা ধ্বংস হও, তমেরা নপিত যাও। তমোদরে জন্যই আমি শ্রম-মহেনত করতাম?”[সহি মুসলমি (২৯৫৯)]

সাত:

কখনো একাকী নভিত্তে থেকে না। কনেনা একাকীত্ব যতৌনবযিয়ে চনিতাকে ডেকে আনে। সময়কে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হও। যমেন- নকে আমল করা, কুরআন তলিওয়াত করা, যকিরি করা, নামায পড়া ইত্য়াদি।

আট:

ফাসকে ও অসৎপ্রবণ ব্যক্তদিরে সঙ্গ ত্যাগ করো; যারা এসব বযিয়ে গুরুত্ব দেয়ে, যতৌনউত্তজেক কথাবার্তা বলতে অভ্যস্ত, যারা গুনাহকে তুচ্ছভাবে পশে করে এবং সটোকে কর্মে পরণিত করতে নরিভয়। ওদেরকে ছড়ে তুমি সৎলোকদের সঙ্গ ধরো; যারা তমোকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দবে, তাঁর আনুগত্যরে ব্যাপারে তমোকে সহায়তা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “মানুষ তার বন্ধুর স্বভাব ও আদর্শরে হয়ে থাকে। সুতরাং কার সাথে বন্ধুত্ব করছ তা ভবেচেনিত্তে করো।”[সুনানে তরিমযি (২৩৭৮), আলবানি হাদিসটিকে সহিত তরিমযি (১৯৩৭) গ্রন্থে ‘হাসান’ বলছেন।

নয়:

যদি ধরে নহি য়ে দুর্বলতার কোন এক মুহূর্তে তুমি পাপে লপিত হয়ছে তবে তুমি আর ওদকি য়েও না। বরং অবলিম্বে তওবা করে আল্লাহর দকি ফরি। আশা করি, তুমি ঐ লোকদের দলভুক্ত হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন: “আর যারা কোন কু-কাম করলে অথবা নিজদেরে প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদেরে গুনাহরে জন্য ক্ষমা চায়। আল্লাহ

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ছাড়া আর কে গুনাহ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করে ফলে, জনে-বুঝে তারা তা বার বার করতে থাকে না।”[সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৩৫]

প্রিয় ভাই! তুমি আল্লাহর রহমত থেকে নরিশ হয়ে না। হুঁশিয়ার, সাবধান! শয়তান যেনে তোমার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে। তোমাকে যেনে কুমন্ত্রণা না দিয়ে যে, আল্লাহ তোমার গুনাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। কনেনা আল্লাহ তওবাকারীর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দনে।

আমি আল্লাহ তাআলার প্রতি আশাবাদী তিনি তোমার কুপ্রবৃত্তির বিপক্ষে তোমাকে সাহায্য করবেন এবং এই মহারোগ থেকে তোমাকে মুক্ত দবিনে।

এ বিষয়ে আরও জানার জন্য আমরা তোমাকে “কাইফা তুওয়াজহিস শাহওয়া হাদসি ইলাশ শাবাব ওয়াল ফাতাইয়াত” (কভিবে যটন কামনাকে মোকাবেলা করবে, তরুণ-তরুণীদের প্রতি কিছু কথা) নামক পুস্তকটি পড়ার পরামর্শ দচ্ছি।